বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১২

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, সোমবার, ১৯ চৈত্র ১৪১৮, ২ এপ্রিল ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা এবং তাদের পরিবারবর্গ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

পঞ্চম ''বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস" উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ দিবস উপলক্ষে দেশ-বিদেশের সকল অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী মানুষকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের পরিবার, পরিচর্যাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনসমূহকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অটিজম মস্তিস্কের বিকাশজনিত একটি ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সমস্যা। এখনো এ রোগের প্রত্যক্ষ কোনো চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়নি। তাই এ সমস্যার সমাধানে ব্যক্তি, পরিবার থেকে শুরু করে সকলকে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই ২০০৮ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জনগণের সমতা, মানব মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জন্য যে

সংবিধান উপহার দেন তার ২৮(৩) অনুচ্ছেদেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে সকল নাগরিকের সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

জাতির পিতা প্রতিবন্ধীদের সম-অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে গেছেন। তিনি ৪৭টি বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেন। তিনি সমাজ কল্যাণ পরিদপ্তরকে বিভাগে উন্নীত করেন। তাঁর গঠন করা কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সুধিমন্ডলী,

আমরা প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

আমরা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় ৫৫টি বেসরকারী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার শতভাগ প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকায় অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমরা বিসিএসসহ সরকারী সংস্থাগুলোর চাকুরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করেছি। প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে তাদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলোতে চাকুরীর প্রবেশাধিকার ৪০ বছর পর্যন্ত রাখা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় দেশ ব্যাপী ৩৫টি সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সেমিনার করা হচ্ছে। ফাউন্ডেশন থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সেন্টার অব এক্সিলেন্সের ভূমিকা পালন করবে।

প্রিয় অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী বন্ধুগণ,

আমরা যে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি তা বিনির্মাণে আপনাদের মেধাকে কাজে লাগাতে চাই। আপনাদের আছে অসীম প্রতিভা। বিশ্বে এর বহু উদাহরণ আছে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইস্টাইন, ডারউইন ও নিউটন জীবনের একটা সময় অটিজমের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। নোবেল বিজয়ী আইরিশ সাহিত্যিক উইলিয়াম বাটলার ইটস, ড্যানিস কবি হ্যানস এন্ডারসেন, সুরশ্রষ্ঠা বিথোভেন, মোজার্ট, রিচার্ড স্ট্রসও প্রতিবন্ধী ছিলেন।

আপনারা ক্রীড়ায় দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছেন। গত বছর এথেন্সে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্পেশাল অলিম্পিকস এ অংশ নিয়ে বাংলাদেশ দল ২৯টি স্বর্ণ, ১২টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জসহ ৪৪টি পদক জয় করেছে। এর আগে চীনে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকস এ বাংলাদেশ দল ফুটবল, সাঁতার, টেবিল টেনিস, বুচি ও এ্যাথলেটিকস এ ২২টি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। এ সফলতার জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমরা অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝ থেকে শিল্পী সৃষ্টিতে সিম্ফোনী অর্কেস্ট্রা গঠন করছি। অটিস্টিক শিশুদের বিনোদনের জন্য একটি শিশু পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি।

দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনতে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি পৃথক জরিপের উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়েছি। সরকারি শিশু পরিবার, প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদেরও মাথাপিছু ভরণপোষণ ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

কর্মজীবী প্রতিবন্ধীদের জন্য ঢাকায় কর্মজীবী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের জন্য চালু করা হয়েছে ভ্রাম্যমান ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস। অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের জন্য একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালুর পাশাপাশি Home Based Intervention কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরোডেভলাপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিল্ড্রেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে অটিস্টিক শিশুদের স্ক্রিনিং এর কাজ চলছে। ‘শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজে’র একটি ফ্লোর অটিস্টিকদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও গৃহীত কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। গত বছর ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে অটিজম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এ সম্মেলন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অটিজম বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের অটিজম আন্দোলনে নুতন মাত্রা এনে দিয়েছে।

আমার কন্যা সায়মা হোসেন অটিজমের ওপর গবেষণা করেছে। বিভিন্ন দেশে অটিজম সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে। দেশে অটিজম আক্রান্ত জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। সায়মা Global Autism Public Health Initiative Bangladesh এর উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তিন জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অটিজম বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়েছে। আরো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাতে দেশের অটিস্টিকরা উন্নত চিকিৎসা ও সেবা পেতে পারে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। এখন প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অংশ নিতে পারছেন। আমি আশা করি, কর্পোরেট সেক্টর ও বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ প্রতিবন্ধীদের প্রতিভাকে কাজে লাগাবেন। তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ দিবেন।

আজ যাদের জন্য এ আয়োজন তারা আমাদেরই আপনজন। আসুন আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই তাদের দেখি। তাদের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করি। দেখবেন তারাও সমাজ এবং দেশকে এগিয়ে নিবে।

জাতির পিতা অসহায়, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। মানবতার বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করে গেছেন। আসুন আমরা জাতির পিতার গড়া এ দেশে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একযোগে কাজ করি। সকলে মিলে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে তুলে ধরি।

আমি দেশের সকল অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।